বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩

কৃষি মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৭ ফাল্গুন ১৪২৪
১ মার্চ ২০১৮

বাণী

কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২৩' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। আবহমান কাল থেকে বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার পাশাপাশি কৃষি আমাদের সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই কৃষির উন্নয়ন মানে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবসহ নানা কারণে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি আজ ছড়িয়ে পড়েছে তৃণমূলে। কৃষি ও কৃষকের সাফল্যগাথার এ ধারা অব্যাহত রাখতে শস্যের বহুমুখীকরণ ও ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, কৃষি আধুনিকীকরণ, প্রতিকূলতাসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষক, সম্প্রসারণবিদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

কৃষিক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২৩' এ ভূষিত হয়েছেন, আমি তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ পুরস্কার কৃষি কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আগামীতে আরো উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২৩' প্রদান কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ ফাল্গুন ১৪২৪
১ মার্চ ২০১৮

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩' প্রদান উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে কৃষির উন্নয়নে অনুপ্রেরণা যোগাতে কৃষি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। তাঁর সরকার কৃষকদের কল্যাণে পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা মওকুফ করে দিয়েছিলেন। তিনি উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সার, সেচ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে কৃষিবান্ধব নীতি ও সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস, কৃষকদের সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার সুযোগসহ তাঁদের নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করেছি। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভাসমান চাষ, বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন, ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন, পাটের জেনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন ও মেধাস্বত্ব অর্জন করা হয়েছে। হাওর, পাহাড় সমৃদ্ধ ভৌগোলিক প্রতিকূল এলাকাসহ দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃষির আধুনিকায়ন ঘটছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের কৃষি সমাদৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষির এ অগ্রযাত্রায় দেশের কৃষক, কৃষি কর্মী, সম্প্রসারণবিদ, বিজ্ঞানী ও কৃষি উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। এদের মধ্যে যাঁরা অনুকরণীয় সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁদেরই 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩' প্রদান করা হচ্ছে।

আমি আশা করি, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা অপুষ্টি-ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত অর্থনৈতিকভাবে উন্নতসমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান স্বাধীনতার এ মাসে আমি বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। একই সাথে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ মা-বোনকে, শহীদদের আত্মত্যাগ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিস্মরণীয় অবদানকে যার বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতি বিনির্মাণ এবং একটি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা করেন। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কৃষি কাজে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করেন। গ্রামীণ ও কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্নকে ধারণ করে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান জনবান্ধব সরকার কৃষিবান্ধব নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিপরীতে ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন উন্নত ও উচ্চফলনশীল জাত এবং প্রযুক্তির উদ্ভাবন, নতুন শস্য-বিন্যাস, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষির আধুনিকায়ন, খামার যান্ত্রিকীকরণ, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে গত চার দশকেরও বেশি সময়ে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে এবং দেশে কৃষি জমি আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তথাপিও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিন গুণ। এটি সম্ভব হয়েছে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্য উৎপাদনে আধুনিক, উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, অধিক উৎপাদনশীল কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও যথাযথ প্রয়োগ জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য কৃষি গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদারকরণ, বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহজ শর্তে কৃষককে ঋণ প্রদান, কৃষি উপকরণপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি কার্ড প্রদান, সুষম সার ব্যবহার, ভাসমান কৃষি সম্প্রসারণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রণোদনা প্রদান, সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি, বনাঞ্চলের উপযোগী দক্ষ কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, সময়োপযোগী প্রণোদনা, পুনর্বাসন প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষিক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় কৃষির বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে সবার জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' কৃষিক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখাসহ আগামী দিনের কৃষিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার অগ্রযাত্রায় নিবেদিত ও পরিশ্রমী কৃষক, নীতিনির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদ, সম্প্রসারণকর্মী, বিজ্ঞানী-গবেষকদের কৃষি উন্নয়নে আরও উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ এখন নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার পথে দৃপ্ত পদে এগিয়ে চলছে। দেশের উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০৪১ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত দেশে পরিণত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

দেশের কৃষি উন্নয়নে নিরন্তর অবদানের জন্য আজ যেসব কৃতী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এ বিরল সম্মাননা পাচ্ছেন তারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অধিক উদ্যমী ও মনোযোগী হবেন এবং অন্যদের কৃষি উন্নয়নে আরও উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করবেন। আসুন সবাই মিলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী এমপি)

কৃষি অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা রূপসী আমাদের বাংলাদেশ। সিংহভাগ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধানতম অবলম্বন কৃষি। বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের হাজার বছরের ঐতিহ্য। কৃষি আমাদের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** প্রগাঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কৃষি উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতির পিতার স্বপ্নই ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ ও বৈষম্যহীন সোনার বাংলা। তাই তিনি স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সাথে সাথে গভীরভাবে মনোযোগী হয়েছিলেন কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অবকাঠামো বিনির্মাণে।

সদ্য স্বাধীন দেশে সম্পদের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন করেছিলেন অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের। কৃষকদের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির খাজনা মওকুফসহ ঋণ সুবিধা প্রসারিত করেছিলেন। কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্টদের গুরুত্ব বিবেচনা করে কৃষিবিদদের পদমর্যাদা ১৯৭২ সালে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করেছিলেন। কৃষি উন্নয়ন উৎসাহিত করতে জাতির পিতা ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তটি ছিল বাস্তবসম্মত, দূরদর্শী ও সময়োপযোগী। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যার পর এ মহতী উদ্যোগের ছন্দপতন ঘটে। পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার এ আইনের নাম পরিবর্তন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত এ পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তহবিল আইন-২০০৯' প্রণীত হয়। এ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন-২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১০ সদস্যবিশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ ট্রাস্টি বোর্ড কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন প্রদান করে থাকে। কৃষি উন্নয়নের ১০টি ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ১. কৃষি গবেষণায় অবদান, ২. কৃষি সম্প্রসারণে অবদান, ৩. প্রাতিষ্ঠানিক/সমবায়/কৃষক পর্যায়ে উচ্চমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও নার্সারি স্থাপন, ৪. কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ উদ্বুদ্ধকরণ, প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক কাজ, ৫. পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন/ব্যবহার, ৬. কৃষিতে মহিলাদের অবদান, ৭. বাণিজ্যিকভিত্তিক খামার স্থাপন, ৮. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, ৯. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি চাষ এবং ১০. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাছ চাষ। কৃষিক্ষেত্রে এ পুরস্কার প্রবর্তনের পর থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৭৩ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে স্বর্ণপদক ৭০টি, রৌপ্যপদক ৩৫৭টি এবং ব্রোঞ্জপদক ৬৪৬টি।

১৪২৩ বঙ্গাব্দে কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য স্বর্ণপদক ৫টি, রৌপ্যপদক ৯টি ও ব্রোঞ্জপদক ১৮টিসহ সর্বমোট ৩২ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে উপজেলা ও জেলা থেকে প্রাপ্ত মনোনয়ন প্রস্তাবগুলো কৃষি মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক মোট ৩২ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ করে। সুপারিশকৃত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্টি বোর্ড চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে। স্বর্ণপদক হিসেবে সনদপত্রসহ ২৫ গ্রাম ওজনের ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের পদক ও নগদ ১ লাখ টাকা, রৌপ্যপদক হিসেবে সনদপত্রসহ ২৫ গ্রাম ওজনের রৌপ্যপদক ও নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জপদক হিসেবে সনদপত্রসহ ব্রোঞ্জপদক ও নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের কৃষি ও কৃষকের কল্যাণের জন্য বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। সারের মূল্য কয়েক দফায় হ্রাস করে কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা, সার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃষকের দোরগোড়ায় সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বিএডিসির মাধ্যমে নন-ইউরিয়া সার আমদানি ও বিতরণ, উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড চালু, ১০ টাকায় কৃষকের জন্য ব্যাংক হিসাব চালু, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু এবং উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন প্রভৃতি যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে কৃষিতে এসেছে ঈর্ষণীয় সাফল্য। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন তিন গুণেরও বেশি, গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচ গুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে দশ গুণ। কৃষি উন্নয়নের অব্যাহত ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এখন চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, শাকসবজি উৎপাদন বৃদ্ধির হারে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় ও কাঁচা পাট রপ্তানিতে প্রথম, আলু ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, আম উৎপাদনে সপ্তম, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে চতুর্থ। বাংলার শস্য ভাণ্ডার আজ কানায় কানায় পূর্ণ। এসব অর্জনের ফলে কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে এক বিস্ময়ের নাম। কৃষিতে বাংলাদেশের এ সাফল্যের পেছনে আছে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতি ও পদক্ষেপ, গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ এবং সর্বোপরি এ দেশের কৃষকের নিরলস শ্রম ও প্রচেষ্টা।

'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা। কৃষির উৎকর্ষসাধনে অবিরত প্রচেষ্টারত কিষান-কিষানি, সম্প্রসারণকর্মী, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ এবং কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোকে উৎসাহিতকরণে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কারটি জাতির পিতাকে উৎসর্গ করায় এটি আরো মহিমান্বিত হয়েছে। টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' নিঃসন্দেহে একটি মহতী উদ্যোগ। ☐ বি এম এনামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত
মার্চ ২০১৮
ডিজাইন ও প্রচারে কৃষি তথ্য সার্ভিস
www.ais.gov.bd

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কৃষি খাতে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জিত হয়েছে। কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণের ফলেই কৃষি খাতে বিশাল সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। ১৪২৩ বঙ্গাব্দে কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে সফলতার সাথে সাথে আমরা মাছ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু এবং দুগ্ধ উৎপাদনেও সমভাবে সফলতা অর্জন করেছি। এসব খাতের উন্নয়নের জন্য সঠিক ও সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে আমরা অনেকাংশে সফল হয়েছি। আমাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য কৃষি খাত একটি উপযুক্ত ভিত্তি গড়ে দেবে, এটি আমার বিশ্বাস। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া আমাদের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণে জনগণকে উৎসাহিত করতে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

১৪২৩ বঙ্গাব্দের জন্য যাদের 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রদান করা হচ্ছে তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩' প্রদানের আয়োজন করার জন্য আমি কৃষি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলব। এ হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নারায়ন চন্দ্র চন্দ, এমপি)

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ সম্মাননা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেশ কিছু যুগান্তকারী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন, যার মধ্যে কৃষি উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৩ সালে এ পুরস্কার প্রবর্তন অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় এবার বঙ্গাব্দ ১৪২৩ এর জন্য পুরস্কার দেয়া হচ্ছে।

এ পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠনপূর্বক ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

প্রতি বছর স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ এ তিনটি বিভাগে মোট ৩২টি পদক প্রদান করা হয়। এর মধ্যে স্বর্ণপদক ৫টি, রৌপ্যপদক ৯টি ও ব্রোঞ্জপদক ১৮টি। প্রতি বিভাগের বিজয়ীকে সনদপত্রের সাথে স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের ১৮ ক্যারেটের ২৫ গ্রাম ওজনের স্বর্ণপদক ও নগদ ১ লাখ টাকা, রৌপ্যপদকপ্রাপ্তদের ২৫ গ্রাম খাঁটি রুপা দিয়ে তৈরি পদক ও নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং ব্রোঞ্জপদকপ্রাপ্তদের ব্রোঞ্জপদক ও নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, সমবায় উদ্বুদ্ধকরণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মহিলাদের অবদান, বাণিজ্যিক খামার, বনায়ন, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষ এসব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। বঙ্গাব্দ ১৪২৩ কৃষি ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে মোট ৩২টি পদক প্রদান করা হচ্ছে।

যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এবার পদক অর্জন করেছেন তাদের পরিচিতি ও অবদান এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে।

কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা পুরস্কার পাননি কিন্তু কৃষি উন্নয়নে সর্বাত্মক কাজ করে যাচ্ছেন তাদেরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, তাদের অবদানকেও শ্রদ্ধা জানাই। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা সুখী সমৃদ্ধশালী বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারব, এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

(মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ)
সিনিয়র সচিব